“আমার রমাদান কেমন হবে”-২০২৬

৪র্থ পর্ব

মিথ্যা,লজ্জা,গীবত

আসসালামু’আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

Sisters' Forum In Islam

মানুষের মাঝে ৩টি জিনিসের দাবী থাকে ---

১। ক্ষুন্নিবৃত্তির দাবী (জীবন রক্ষার জন্য)

২। যৌন আবেগের দাবী

৩। শান্তি ও বিশ্রাম গ্রহণের দাবী

ইসলাম হলো মুসলমানের ৫ স্তম্ভ বিশিষ্ট ঘর। রোযা বা সাওম হলো ৩য় স্তম্ভ।

সিয়াম বা রোযার আভিধানিক অর্থ – বিরত রাখা, আবদ্ধ রাখা।

পারিভাষিক অর্থ – নিয়তের সাথে সুব্হে সাদেক (ফজরের ওয়াক্তের প্রথম) হতে সুর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত সব ধরনের রোযা ভংগকারী যেমন পানাহার, জৈবিক ও শারীরিক কোনো কিছু ভোগ করা থেকে বিরত থাকা।

রামাদান অর্থ পুড়িয়ে ফেলা অর্থাৎ রোযা গুনাহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেয়।

রোযা মানুষের আত্ম-সংযমের শক্তি সৃষ্টি করে, মানুষের খুদী বা আত্মজ্ঞান যখন দেহ ও অন্যান্য শক্তিসমূহকে পরিপুর্ণভাবে আয়ত্তাধীন করে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নিজের রুহের অধীন করে তখনই আত্মসংযম হয়। রোযার মাস আমাদের ট্রেনিং দেয় কিভাবে এই আত্মসংযম লাভ করা যায়। এই মাসে আমরা প্রত্যেকের অন্তরের অবস্থান যাচাই করতে পারি। কিভাবে! চলুন জানার ও বুঝার চেষ্টা করি।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসুল সা. বলেছেন, রমযান মাস শুরু হলে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলে বন্দী করা হয়। সহীহ আল বুখারী: ১৭৬৪

এখানে অনেকে বলেন, তাহলে মানুষ রামাদান মাসে খারাপ কাজ করে কেন? এখানেই অন্তর যাচাই করার উত্তর চলে আসে। মানুষ খারাপ কাজ করে কারণ:

- জীন শয়তান ওয়াদা করেছে মানুষকে জাহান্নামে নিবেই আর তাই সে নানা ভাবে প্রলুব্ধ করে।
- অথবা মানুষের ভেতর নফ্সে আম্মারা (সব সময় খারাপ দিকে যেতে চায়) ও নফসে লাওয়ামা (দ্বিধাগ্রস্ত অন্তর) খারাপ কাজের দিকে আহবান করে
- অথবা মানুষের মধ্যেও প্ররোচনাকারী আছে যারা খারাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করে।

আর তাই আল্লাহ তা'লা সুরা নাসের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহর সাহায্য চাওয়ার জন্য।

বলো, আমি আশ্রয় চাচ্ছি মানুষের প্রতিপালক, মানুষের মালিক, মানুষের প্রকৃত উপাস্যের কাছে। এমন প্ররোচনা দানকারীর অনিষ্ট থেকে যে বারবার ফিরে আসে, যে মানুষের মনে প্ররোচনা দান করে, সে জিনের মধ্য থেকে হোক বা মানুষের মধ্য থেকে। সূরা আন নাস

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“রমাদান- বরকতময় মাস তোমাদের দুয়ারে উপস্থিত হয়েছে। পুরো মাস রোযা পালন আল্লাহ তোমাদের জন্য ফরয করেছেন। এ মাসে জান্নাতের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়, বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। দুষ্ট শয়তানদের এ মাসে শৃংখলাবদ্ধ করে দেয়া হয়। এ মাসে আল্লাহ কর্তৃক একটি রাত প্রদত্ত হয়েছে, যা হাজার মাস থেকে উত্তম। যে এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সে বঞ্চিত হল (মহা কল্যাণ হতে)” [সুনান আত-তিরমিযি: ৬৮৩]

* যে ব্যক্তি কোন ওজর বা রোগ ব্যতিরেকে রামাদান মাসের একটি রোযা ভংগ করে, তার সারা জীবনের রোযা দ্বারাও এর ক্ষতিপূরন হবে না। আত তিরমিযী: ৬৭১

* আমাদের শিশুদেরও রোযা রাখাতাম। তাদেরকে আমরা তুলা বা পশমের খেলনা তৈরী করে দিতাম। তারা কেউ খাওয়ার জন্য কাঁদলে আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতাম। আর এইভাবেই ইফতারের সময় হয়ে যেত। সহীহ আল বুখারী: ১৮২১

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

* (রোযা থেকেও) কেউ যদি মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ না করে তবে তার শুধু খাদ্য ও পানীয় পরিত্যাগ করায় (রোযা রাখায়) আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই। সহীহ বুখারী: ১৭৬৮

- তোমাদের কেউ রোযা রাখলে সে যেন গুনাহ, অজ্ঞতা ও জাহেলিয়াতের কাজ না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় কিংবা তার সাথে লড়তে আসে সে যেন বলে দেয়, আমি রোযা রেখেছি, আমি রোযাদার। সহীহ আল বুখারী
- যেনার কাজের গুনাহ থেকে দূরে রাখে

রাসূল সা. বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে তার বিয়ে করা উচিত। কেননা বিয়ে চোখকে অবনতকারী ও গুপ্তাঙ্গের হেফাযতকারী। আর যে বিয়ে করতে সামর্থ নয় তার রোযা রাখা অবশ্য কর্তব্য। কেননা রোযা যৌন তাড়নাকে অবদমিত রাখে। সহীহ বুখারী: ১৭৭০

- রাসূল সা. বলেছেন, সিয়াম ঢাল স্বরূপ যার দ্বারা সিয়াম পালনকারী নিজেকে জাহান্নাম হতে বাঁচাতে পারে। মুসনাদে আহমাদ: ১৫২৬৫

মিথ্যা কথা বলা ও তদনুযায়ী কাজ করা পরিত্যাগ

মিথ্যা বলা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া একটি মারাত্মক অপরাধ। মিথ্যা বললে কবিরাহ গোনাহ হয়।
কোন বিষয়ে নিশ্চিত জানাশোনা না থাকা সত্ত্বেও সে বিষয়ে অনুমান ভিত্তিক কোন কথা বলা সত্যিই অপরাধ এবং তা অধিকাংশ সময় মিথ্যা হতেই বাধ্য।
আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَآئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُوْلًا»
''যে বিষয়ে তোমার পরিপূর্ণ জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পেছনে পড়ো না তথা অনুমানের ভিত্তিতে কখনো পরিচালিত হয়ো না। নিশ্চয়ই তুমি কর্ণ, চক্ষু, হৃদয় এ সবের ব্যাপারে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে''। (ইস্রা'/বানী ইস্রাঈল : ৩৬)
«قُتِلَ الْخَرَّاصُوْنَ»
''অনুমান ভিত্তিক) মিথ্যাচারীরা ধ্বংস হোক''। (যারিয়াত : ১০)

মিথ্যুক আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পাওয়ার উপযুক্ত।

«ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ»
''অতঃপর আমরা সবাই (আল্লাহ্ তা'আলার নিকট) এ মর্মে প্রার্থনা করি যে, মিথ্যুকদের উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক''। (আ'লি 'ইমরান : ৬১)
মুলা'আনার আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন:''পঞ্চমবার পুরুষ এ কথা বলবে যে, তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার লা'নত পতিত হোক যদি সে (নিজ স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে) মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে''।(নূর : ৭)

মিথ্যা কখনো কখনো মিথ্যাবাদীকে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়

'আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাস্'ঊদ্ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:
''তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরো। কারণ, সত্য পুণ্যের পথ দেখায় আর পুণ্য জান্নাতের পথ। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বললে এবং সর্বদা সত্যের অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সত্যবাদী হিসেবেই লিখিত হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকো। কারণ, মিথ্যা পাপাচারের রাস্তা দেখায় আর পাপাচার জাহান্নামের রাস্তা। কোন ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বললে এবং সর্বদা মিথ্যার অনুসন্ধানী হলে সে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার নিকট মিথ্যাবাদী রূপেই লিখিত হয়''।(মুসলিম ২৬০৭)

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন:‘‘সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ্ হচ্ছে চারটি: আল্লাহ্ তা‘আলার সাথে কাউকে শরীক করা, কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা, মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা কথা বলা। বর্ণনাকারী বলেন: হয়তোবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া’’।(বুখারী ৬৮৭১; মুসলিম ৮৮)

মিথ্যা বলা মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য: রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: "মুনাফিকের তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে:

১) কথা বললে মিথ্যা বলে,

২) প্রতিশ্রুতি দিলে ভঙ্গ করে,

৩) আমানত রাখলে খেয়ানত করে।"(সহিহ বুখারি ৩৩; সহিহ মুসলিম ৫৯)

সামুরাহ্ বিন্ জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: ’’একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে নিজ স্বপ্ন বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: গত রাত আমার নিকট দু’ জন ব্যক্তি এসেছে। তারা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললো: চলুন, তখন আমি তাদের সাথেই রওয়ানা করলাম। যেতে যেতে আমরা এমন এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছুলাম যে চিত হয়ে শায়িত। অন্য আরেক জন তার পাশেই দাঁড়িয়ে একটি মাথা বাঁকানো লোহা হাতে। লোকটি বাঁকানো লোহা দিয়ে শায়িত ব্যক্তির একটি গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখ ঘাড় পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলছে। এরপর সে উক্ত ব্যক্তির অন্য গাল, নাকের ছিদ্র এবং চোখটিকেও এমনিভাবে ছিঁড়ে ফেলছে। লোকটি শায়িত ব্যক্তির এক পার্শ্ব ছিঁড়তে না ছিঁড়তেই তার অন্য পার্শ্ব পূর্বাবস্থায় ফিরে যাচ্ছে এবং লোকটি শায়িত ব্যক্তিটির সাথে সে ব্যবহারই করছে যা পূর্বে করেছে। ফিরিশ্তাদ্বয় উক্ত ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন: উক্ত ব্যক্তির দোষ এই যে, সে ভোর বেলায় ঘর থেকে বের হয়েই মিথ্যা কথা বলে বেড়ায় যা দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে’’। (বুখারী ৭০৪৭; মুসলিম ২২৭৫)

বিশেষ আফসোসের ব্যাপার এই যে, অনেক রসিক ব্যক্তি শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে থাকেন। তাতে তার ইহলৌকিক অন্য কোন ফায়েদা নেই। অথচ সে অন্যকে ফুর্তি দেয়ার জন্যই এমন জঘন্য কাজ করে থাকে।

‘‘অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির যে মানুষকে হাসানোর জন্যই মিথ্যা কথা বলে। অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির; অকল্যাণ হোক সে ব্যক্তির’’। (তিরমিযী ২৩১৫)

‘‘যে ব্যক্তি কোন স্বপ্ন দেখেছে বলে দাবি করলো অথচ সে তা দেখেনি তা হলে তাকে দু’টি যব একত্রে জোড়া দিতে বাধ্য করা হবে অথচ সে তা কখনোই করতে পারবে না’’(বুখারী ৭০৪২; তিরমিযী ২২৮৩)

শিশুদের ভোলাবার জন্য মিথ্যা বলা বৈধ নয়।

আব্দুল্লাহ বিন আমের (রঃ) বলেন, ‘রাসুলুল্লাহ (সঃ) একদা আমাদের বাড়িতে এলেন, আমি তখন শিশু ছিলাম। এমতবস্থায় আমি খেলার জন্য বাড়ির বাইরে বের হতে যাচ্ছিলাম। তা দেখে আমার মা আমার উদ্দেশ্যে বললেন, ‘আব্দুল্লাহ (বাইরে যেও না , আমার নিকট) এস, তোমাকে একটি মজা দেব।’ এ কথা শুনে নবী (সঃ) বললেন, ‘তুমি ওকে কি দেবে ইচ্ছা করেছ?’ মা বললেন, ‘খেজুর’। তখন রাসুল (সঃ) বললেন, ‘জেনে রাখ, যদি তুমি ওকে কিছু না দাও, তাহলে তোমার ওপর একটি মিথ্যা লেখা হবে।’ (আবু দাউদ ৪৯৯১, সিলসিলাহ সহিহাহ ৭৪৮ নং)

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানও কবীরা গুনাহ্গুলোর অন্যতম।

আল্লাহ্’র খাঁটি বান্দাহ্দের বৈশিষ্ট্য তো এই যে, তারা কখনো মিথ্যা সাক্ষ্য দিবেন না। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন:

«« وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ‘‘আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না’’। (ফুরকান : ৭২)

‘‘আমি তো মানুষ মাত্র। আর তোমরা আমার কাছে মাঝে মাঝে বিচার নিয়ে আসো। হয়তো বা তোমাদের কেউ কেউ নিজ প্রমাণ উপস্থাপনে অন্যের চাইতে অধিক পারঙ্গম। অতএব আমি শুনার ভিত্তিতেই তার পক্ষে ফায়সালা করে দেই। সুতরাং আমি যার পক্ষে তার কোন মুসলিম ভাইয়ের কিছু অধিকার ফায়সালা করে দেই সে যেন তা গ্রহণ না করে। কারণ, আমি উক্ত বিচারের ভিত্তিতে তার হাতে একটি জাহান্নামের আগুনের টুকরাই উঠিয়ে দেই’’। (বুখারী ২৪৫৮, ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, ৭১৮১, ৭১৮৫; মুসলিম ১৭১৩

কখন মিথ্যা বলা জায়েযঃ

উম্মে কুলসুম বিনতে উকবাহ (রঃ) বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ) কে বলতে শুনেছি, ‘‘ওই ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সৎভাব স্থাপনের জন্য (বানিয়ে) ভাল কথা পৌঁছে দেয় অথবা ভাল কথা বলে।’’ (বুখারি ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় বর্ধিত আকারে আছে, উম্মে কুলসুম (রঃ) বলেন, ‘‘আমি নবী (সঃ) কে কেবল মাত্র তিন অবস্থায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছিঃ যুদ্ধের ব্যাপারে, লোকের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করার সময় এবং স্বামী স্ত্রী পরস্পরের (প্রেম) আলাপ আলোচনায়।’

লজ্জা

লজ্জা হচ্ছে মানুষের মধ্যকার এমন পরিবর্তন, যা ঘৃণিত ও অপমান-অপদস্ত হওয়ার ভয়ে সংঘটিত হয়। পারিভাষিক অর্থে লজ্জাশীলতা হচ্ছে
‘ خلق يبعث على اجتناب القبيح من الأفعال والأقوال ويمنع من التقصير في حق ذي الحق.
মানবীয় এমন চরিত্র, যা নিকৃষ্ট, কদর্য কথা ও কর্ম পরিহারে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করে এবং যথাযোগ্য হক্বদারকে অবহেলা ও উপেক্ষা করতে বাধা প্রদান করে’। অর্থাৎ প্রাপকের প্রাপ্য যথাযথভাবে পৌঁছে দিতে বাধ্য করে। আল-মাওসূ‘আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১৮শ খন্ড
আবুল কাসেম আল-জুনায়েদ বলেন, ‘ الحياء رؤية الآلاء أى النعم ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء
লজ্জাশীলতা হ’ল আল্লাহর অপরিসীম দয়া, অনুগ্রহ ও ইহসানের প্রতি লক্ষ্য করা এবং নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করা। এ উভয়বিদ চিন্তার ফলে মানসপটে যে ভাবের উদয় হয়, তাকেই বলা হয় লজ্জাশীলতা’। ইমাম নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন
আল্লামা রাগিব আল-ইছফাহানী বলেন, ‘ انقباض النفس عن القبائح وتركه
খারাপ কাজ থেকে নফসকে বিরত রাখা ও তা পরিত্যাগ করা’। আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন

লজ্জা দুই প্রকার। যথা-

১। জন্মগত ও স্বভাব সুলভ লজ্জা, যা অর্জিত নয়। এটা এক মহৎ চরিত্র যা আল্লাহ মানুষকে দান করে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেন।
২. অর্জিত লজ্জা; আল্লাহর পরিচয় ও তাঁর মহত্ত্ব, বান্দার নিকটবর্তী হওয়া, বান্দাদেরকে ও তাদের কাজ-কর্ম দেখা, দৃষ্টির অবাধ্যতা ও অন্তরের গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর অবগতি প্রভৃতি জানার মাধ্যমে যে লজ্জা অর্জিত হয়। এটা হচ্ছে ঈমানের উচ্চ পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য, প্রকৃতি; বরং এটা হচ্ছে সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতর গুণ বা বদান্যতা।
আবু উমামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ’তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘লজ্জা ও অল্প কথা বলা ঈমানের দু’টি শাখা। আর অশ্লীলতা ও বাকপটুতা (বাচালতা) মুনাফিকীর দু’টি শাখা’। তিরমিযী হা/২০২৭; মিশকাত হা/৪৭৯৬।
লাজুকতা এমন একটি অনন্য গুণ, যাকে মহান আল্লাহ ভালবাসেন। আল-আশাজ্জ আল-আছরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, إن فيك لَخُلُقَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ قُلْتُ: وَمَا هُمَا قَالَ: اَلْحِلْمُ وَالْحَيَاءُ ‘
নিশ্চয়ই তোমার মধ্যে এমন দু’টি চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আল্লাহ ভালবাসেন বা পসন্দ করেন। আমি বললাম, সে দু’টি কি? তিনি বললেন, বুদ্ধিমত্তা ও লজ্জাশীলতা’। আদাবুল মুফরাদ, হা/৫৮৪. হাদীছ ছহীহ।

অন্যভাবে শ্রেনী বিন্যাস করেছেন আরেকজন আলেম—

লজ্জা তিন প্রকার : ১। নিজেকে লজ্জা, ২। মানুষকে লজ্জা ও ৩।আল্লাহকে লজ্জা।

প্রথম প্রকারের লজ্জা থেকে মানুষ বেপরওয়া। সে গোপনে ও একাকী যা ইচ্ছা তাই করে। অথচ সে জানেনা যে, অনেকগুলি অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী সর্বদা তার সাথে রয়েছে। যাদেরকে বাদ দিয়ে সে কিছুই করতে পারে না। ঐ সাক্ষীগুলি হ'ল তার দেহচর্ম ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি। আল্লাহ বলেন,
' الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
আজ আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব। আর তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দিবে' (ইয়াসীন ৩৬/৬৫)। তিনি আরও বলেন,
'আল্লাহর শত্রুরা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চোখ ও দেহচর্ম তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে'। 'তখন তারা তাদের দেহচর্মকে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন'। তোমাদের কান, চোখ ও ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না... এ ধারণা থেকেই তোমরা তাদের কাছে কোন কিছু গোপন করতে না। আর তোমরা মনে করতে যে তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না'। 'অথচ তোমাদের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের এই ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। ফলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ' (হামীম সাজদাহ ৪১/২০-২৩)।

২য় প্রকারঃ মানুষ সর্বদা তার চাইতে বড় ব্যক্তি থেকে লজ্জা পায়। অথচ অন্যদেরকে লজ্জা পায় না। সে শিশুদেরকে লজ্জা পায় না। কেননা অবুঝ শিশু কিছু বুঝে না। সে পাগলকে লজ্জা পায় না। কেননা সেও কিছু বুঝে না বা তার সাক্ষ্য কেউ বিশ্বাস করে না। সে পশুকেও লজ্জা পায় না। কেননা ওরা বাকশক্তিহীন এবং তারাও কিছু বুঝে না বা কিছু বুঝলেও তা গ্রহণযোগ্য হয় না। মানুষ মূর্খ থেকে জ্ঞানীকে বেশী লজ্জা পায় এবং একজনের চাইতে অধিক জনকে বেশী লজ্জা পায়। সে সাধারণ লোকদের চাইতে প্রশাসনের লোকদের বেশী ভয় পায়। এমতাবস্থায় সকল জ্ঞানীর বড় জ্ঞানী, সকল শাসকের বড় শাসক আল্লাহকে সে কেন ভয় পায় না? কেন আল্লাহর চোখের সামনে পাপ কাজে সে লজ্জা পায় না? অথচ তিনিই লজ্জা পাওয়ার অধিক হকদার!
আল্লাহ বলেন, ' وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ-
আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মনের মধ্যে যে কুচিন্তা আসে সেটাও আমরা জানি। আর তার গর্দানের মূল শিরা থেকেও আমরা তার নিকটবর্তী' (ক্বাফ ৫০/১৬)।

লজ্জাশীলতা কেবলই কল্যাণ নিয়ে আসে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১১৭
এ লজ্জাশীলতা যতক্ষণ কাউকে পাপ থেকে বিরত রাখবে, অন্যায়-অপকর্ম-অনৈতিকতা থেকে মুক্ত রাখবে, ততক্ষণই তা কল্যাণকর। লজ্জার কারণে যখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাউকে দান করতে হয়, কিংবা কারও প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হয় তখনো তা কল্যাণকর। কিন্তু এ লজ্জা যদি কারও কল্যাণের পথে, ন্যায়ের পথে, ইলম হাসিলের পথে, সঠিক পদ্ধতিতে আল্লাহ পাকের ইবাদতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে তখন আর তা কল্যাণকর নয়। সাহাবায়ে কেরাম তো পবিত্রতা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি নানা বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করতেন। তিনিও নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিতেন। অথচ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে, তিনি ছিলেন অন্তঃপুরিকা কুমারীর চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। -সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ৪১৮০

৩য় প্রকারঃ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন,

لَيْسَ ذَاكَ وَلَكِنَّ الاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْتَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالبِلَى وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ.
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা আল্লাহকে লজ্জা কর সত্যিকারের লজ্জা। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অবশ্যই আল্লাহকে লজ্জা করি- আলহামদুলিল্লাহ। তিনি বললেন, কথা সেটা নয়। বরং আল্লাহকে যথার্থভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, (১) তুমি তোমার মাথা ও যেগুলিকে সে জমা করে, তার হেফাযত কর।
(২) তুমি তোমার পেট ও যেগুলিকে সে জমা করে, তার হেফাযত কর।
(৩) আর তোমার বারবার স্মরণ করা উচিৎ মৃত্যুকে ও তার পরে পচে-গলে যাওয়াকে।
(৪) আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে যেন পার্থিব বিলাসিতা পরিহার করে। যে ব্যক্তি উপরোক্ত কাজগুলি করে, সে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে লজ্জা করে’।আহমাদ হা/৩৬৭১; তিরমিযী হা/২৪৫৮, মিশকাত হা/১৬০৮, সনদ হাসান ‘জানায়েয’ অধ্যায় ‘মৃত্যু কামনা’ অনুচ্ছেদ।

চারটি কাজকে আল্লাহকে লজ্জা করার প্রধান বিষয় হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

তন্মধ্যে প্রথমটি হ'ল মাথা ও তাতে সঞ্চিত বিষয়গুলির হেফাযত করা। এর স্থূল ও আধ্যাত্মিক দু'টি দিক রয়েছে। স্থূল দিকটি হ'ল, মাথার সাথে যুক্ত চুল, কান, চোখ, নাক-মুখ ইত্যাদি। যেগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও যত্ন করার মাধ্যমে হেফাযত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় দিকটি হ'ল, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক। এর অর্থ হ'ল মাথাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট সিজদাবনত না করা। মাথা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত না করা। মাথার মধ্যে রিয়া, অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি রোগ-ব্যাধি লালন না করা। বরং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন, সে কাজে মাথা ও তার সকল প্রত্যঙ্গ ও চিন্তাশক্তিকে নিয়োজিত করা।

(২) পেট ও তার মধ্যেকার সবকিছুকে হেফাযত করা। এর অর্থ পেটে হারাম খাদ্য সঞ্চিত না করা। পেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হৃদয়, হাত-পা, গুপ্তাঙ্গ সবগুলিকে অন্যায় কর্ম থেকে হেফাযত করা এবং আল্লাহর আনুগত্যে নিয়োজিত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ يَضْمَنْ لِى مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ ‘যে ব্যক্তি তার দু'টি অঙ্গের যামিন হবে, আমি তার জান্নাতের যামিন হব। তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী অঙ্গ, অর্থাৎ জিহবা এবং তার দুই পায়ের মধ্যবর্তী অঙ্গ, অর্থাৎ লজ্জাস্থান। বুখারী হা/৬৪৭৪; মিশকাত হা/৪৮১২।

(৩) মৃত্যুকে ও তার পরবর্তী পচে-গলে যাওয়া অবস্থাকে স্মরণ করা। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শক্তি মদমত্ত মানুষ সাধারণতঃ শয়তানের সাথী হয় এবং সে আল্লাহকে লজ্জা পায় না। সে নানা অপকর্মে লিপ্ত হয়। সেকারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ ‘তোমরা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্ত্তকে (অর্থাৎ মৃত্যুকে) বেশী বেশী স্মরণ কর'।তিরমিযী হা২৩০৭, মিশকাত হা/১৬০৭।

(৪) যে ব্যক্তি আখেরাতকে কামনা করে, সে ব্যক্তি দুনিয়ার চাকচিক্য পরিহার করে'। অর্থাৎ দুনিয়ার বিলাস-ব্যসন, আরাম-আয়েশ, অর্জন-বিয়োজন ভুলে গিয়ে সবকিছুর উপর পরকালীন জীবনকে অগ্রাধিকার দেওয়া। সেকারণ অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا أَضَرَّ بِالْآخِرَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ أَضَرَّ بِالدُّنْيَا- فَأَضِرُّوْا بِالْفَانِي لِلْبَاقِيْ- ‘যে ব্যক্তি দুনিয়ার (ভোগ-বিলাস) অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতের পাথেয় অন্বেষণে লিপ্ত থাকে, সে দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব তোমরা চিরস্থায়ী বস্ত্তকে পাওয়ার জন্য ক্ষণস্থায়ী বস্ত্তকে ক্ষতিগ্রস্ত কর।আহমাদ, মিশকাত হা/৫১৭৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৮৭।

গীবত

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوۡا وَ لَا يَغۡتَبۡ بَّعۡضُكُمۡ بَعۡضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنۡ يَّاۡكُلَ لَحۡمَ اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ ৪৯ : ১২

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অন্যের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না এবং একে অন্যের গীবত করো না।(তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে চাইবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণ্যই মনে কর। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ তওবা গ্রহণকারী, পরম দয়ালু। সূরা হুজুরাতঃ১২

আয়াতে পারস্পরিক হক ও সামাজিক রীতি-নীতি ব্যক্ত হয়েছে এবং এতে তিনটি বিষয় হারাম করা হয়েছে।

(এক) ধারণা, (দুই) কোন গোপন দোষ সন্ধান করা এবং (তিন) গীবত অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে শুনলে অসহনীয় মনে করত।

------- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমাদের কারও আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা উচিত নয়।" [মুসলিম: ৫১২৫, আবু দাউদ: ২৭০৬, ইবনে মাজাহ: ৪১৫৭]

ধারণা করা কোন নিষিদ্ধ বিষয় নয়। বরং কোন কোন পরিস্থিতিতে তা পছন্দনীয়, কোন কোন পরিস্থিতিতে অপরিহার্য, কোন কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত জায়েয কিন্তু ঐ সীমার বাইরে নাজায়েয এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে একেবারেই নাজায়েয। তাই একথা বলা হয়নি যে, ধারণা বা খারাপ ধারণা করা থেকে একদম বিরত থাকো। বরং বলা হয়েছে, অধিক মাত্রায় ধারণা করা থেকে বিরত থাকো।

---------কারও দোষ সন্ধান করা।"মুসলিমদের গীবত করো না এবং তাদের দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলিমদের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন, তাকে স্ব-গৃহেও লাঞ্ছিত করে দেন।" [আবু দাউদ: ৪৮৮০]

-------গীবত। গীবতের সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কারো এমন কথা বলা যা শুনলে সে অপছন্দ করবে। প্রশ্ন হলো, আমি যা বলছি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সত্যিই থেকে থাকে তাহলে আপনার মত কি? তিনি বললেনঃ তুমি যা বলছো তা যদি তার মধ্যে থাকে তাহলেই তো তুমি তার গীবত করলে। আর তা যদি না থাকে তাহলে অপবাদ আরোপ করলে।" [মুসলিম: ২৫৮৯, আবু দাউদ: ৪৮৭৪, তিরমিযীঃ ১৯৩৪]

গীবত

১০৪ : ১ وَيۡلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ

দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পিছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে। সূরা হুমাযাহঃ ১

কিছু উলামা هُمَزَةٌ ও لُمَزَةٌএর একই অর্থ বলেছেন। আর কিছু সংখ্যক উলামা উভয়ের মাঝে কিছুটা পার্থক্য করে বলেন, هُمَزَةٌ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে সামনা-সামনি নিন্দা গায়। আর لُمَزَةٌ বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে পশ্চাতে গীবত (পরচর্চা) করে। আবার কেউ এর বিপরীত অর্থ করেন। অনেকের মতে هَمز চোখ ও হাতের ইশারায় নিন্দা প্রকাশ করা এবং لَمز জিহ্বা দ্বারা পরনিন্দা করাকে বলা হয়।

বর্ণিত তাফসীর অনুসারে উভয় শব্দ মিলে এখানে যে অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে: সে কাউকে লাঞ্ছিত ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। কারোর প্রতি তাচ্ছিল্য ভরে অংগুলি নির্দেশ করে। চোখের ইশারায় কাউকে ব্যঙ্গ করে কারো বংশের নিন্দা করে। কারো ব্যক্তি সত্তার বিরূপ সমালোচনা করে। কারো মুখের ওপর তার বিরুদ্ধে মন্তব্য করে। কারো পেছনে তার দোষ বলে বেড়ায়।

একদিক দিয়ে لَمز তথা সম্মুখের নিন্দা গুরুতর। যার মুখোমুখি নিন্দা করা হয়, তাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়। এর কষ্টও বেশি, ফলে শাস্তিও গুরুতর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম তারা, যারা পরোক্ষ নিন্দা করে, বন্ধুদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এবং নিরপরাধ লোকদের দোষ খুঁজে ফিরে।” [মুসনাদে আহমাদ: ৪/২২৭] [দেখুন: কুরতুবী]

আমাদের আশপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা সরাসরি কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথা বলে অপমান করতে পছন্দ করেন। আবার বুক ফুলিয়ে বলেন, ‘আমি উচিৎ কথা বলতে কাউকে ছাড়ি না! আমি উচিৎ কথা মুখের ওপর বলে দেই!’ সরাসরি কাউকে লাঞ্ছিত করার পর এটা নিয়ে তারা বেশ গর্বও করেন! পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এই মানুষগুলোকেই লুমাযাহ বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি! আমাদের সমাজে পরিবারগুলোতেই এটা বেশী দেখা যায় এমনকি নিজ আপনজনদের সাথে।স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে, সন্তান পিতা-মাতাকে বা পিতা মাতা সন্তানকে অথবা শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয় স্বজন।

অধিকাংশ মানুষই বাইরের পরিবেশে অত্যন্ত ভদ্র আচরন থাকে কিন্তু পরিবারে অতযন্ত ভয়াবহ আচরন ও কথার ধরন থাকে যা কখনোই একজন মুমিনের জন্য বাঞ্ছনীয় নয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। আর মুমিন সেই ব্যক্তি, যাকে মানুষ তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলে মনে করে। (তিরমিযী ও নাসায়ী)

গীবত করার পিছনে কিছু কারন সমূহঃ

• মানব প্রবৃত্তির কাছে গীবতের মজাদার হওয়ার দুইটি কারণ।

প্রথমত, নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া বিরক্তিকর। অন্যের দোষ আলোচনা করলে এ বিরক্তি থেকে বাঁচা যায়।

দ্বিতীয়ত, নিজের ভালত্ব, ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সহজ উপায় গীবত। নিজের বড়ত্ব নিজে বলা একটু খারাপ দেখায়। অন্যেদের গীবতের মাধ্যমে সহজেই প্রমান করা যায় যে, সকলেই দোষযুক্ত, আমি অনেক ভাল।

মানবীয় এ দুর্বলতার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ বলেন:

يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ الْقَذَاةَ فِيْ عَيْنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الْجِذْعَ فِيْ عَيْنِهِ

"তোমাদের মধ্যে একজন মানুষ তার ভাইয়ের চোখের সামান্য কুটাটুকু দেখতে পায়, কিন্তু নিজের চোখের মধ্যে বিশাল বৃক্ষের কথা ভুলে যায়।" (সহীহ ইবন হিব্বান, মাওয়ারিদুয্ যামআন ৬/৯০। সহীহ।)

• রাগ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেকে গীবত করে থাকে।

* খেল তামাসা ও ঠাট্টা মশকরা করতে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় মানুষ অন্য লোকের দোষ বর্ণনা করতে থাকে।

• একে অপরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ করার কারনে গীবত হয়ঃ

• অনেক ব্যক্তি আছেন যাদের কাজ কম, অফুরন্ত সময়, তখন সময়কে ব্যয় করার জন্য কিছু খুঁজতে থাকেন গীবত হয় তখন।

গিবত করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। আল্লাহ তা'আলা গিবত করাকে ''মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়া''র সাথে তুলনা করেছেন। গীবত করা মানে বান্দার অধিকার নষ্ট করা। আর, বান্দার অধিকার নষ্টের গুনাহ এত মারাত্মক যে, এসব গুনাহ বান্দা নিজে ক্ষমা না করা পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করেন না। তাই, যার গিবত করা হয়েছে, তার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। তবে, ব্যক্তি মারা গেলে বা তাকে পাওয়া না গেলে, তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

[মোল্লা আলি কারির 'মিরকাতুল মাফাতিহ', ইমাম নববির 'আল-আযকার' এবং মুফতি তাকি উসমানির 'ইসলাহী মাজালিস']

অনেক আলিমের মতে, যদি মাফ চাইতে গিয়ে নতুন করে আরও ঝামেলা, মনোমালিন্য বা ফিতনা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তবে মাফ চাওয়া জরুরি নয়। বরং সে এর প্রায়শ্চিত্ত বা কাফফারা হিসেবে কিছু কাজ করবে।

(১) যার কাছে ওই ব্যক্তির গীবত করা হয়েছে, তার কাছে গিয়ে তার ভালো গুণগুলো বলবে।

(২) যার গীবত করা হয়েছে, তার জন্য বেশি বেশি মাগফিরাতের দু'আ করবে।

৩) সে মৃত্যুবরণ করলে, তার মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে কিছু সাদাকাহ করবে।

আশা করা যায়, হাশরের ময়দানে সে এসব দেখার পর গিবতের জন্য আল্লাহর কাছে বিচারপ্রার্থী হবে না। এগুলোর পাশাপাশি অবশ্যই আল্লাহর কাছে আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাইতে হবে।

তবে, যারা নিজেদের আখিরাতের ব্যাপারে অধিক সচেতন, তাদের উচিত গিবতের জন্য দুনিয়ায় থাকতেই ক্ষমা চেয়ে নেওয়া। বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে এটাই প্রকৃত সমাধান এবং অধিক গ্রহণযোগ্য মত। তবে, মাফ চাইতে গিয়ে কী বলে গীবত করা হয়েছিলো, সেটা বিস্তারিত বলা জরুরি নয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ‘‘যদি কেউ (গিবত, গালি বা অপমান করে) কারো মর্যাদা নষ্ট করে অথবা অন্য কোনোভাবে কারো প্রতি জুলুম করে থাকে, তবে সে যেন কিয়ামতের পূর্বে আজই তার থেকে মুক্তি নিয়ে নেয়। কারণ সেই দিন কোনো অর্থের বিনিময় থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তবে তার জুলুমের পরিমাণ অনুসারে নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেক আমল না থাকে, তবে যার অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়েছে তার পাপ নিয়ে গীবতকারীর কাঁধে চাপানো হবে।’’[বুখারি, ২৪৪৯]

গীবত শুনার পরিবেশে করনীয়ঃ

- **কাউকে অন্যের গীবত করতে দেখলে তাকে অবশ্যই বাধা দিবেন।**

নবী করীম (সা) বলেছেন,‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের মান-সম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কৃত হামলাকে প্রতিহত করবে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তার থেকে জাহান্নামের আগুনকে প্রতিহত করবেন’। আহমাদ হা/২৭৫৮৩; তিরমিযী হা/১৯৩১।

‘‘যে ব্যক্তি কোন মু’মিনকে মুনাফিকের কুৎসার হাত থেকে রক্ষা করলো আল্লাহ্ তা‘আলা (এর প্রতিফল স্বরূপ) কিয়ামতের দিন তার নিকট এমন একজন ফিরিশতা পাঠাবেন যে তার শরীরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে তার ইজ্জত হননের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাপারে অপবাদ দিলো আল্লাহ্ তা‘আলা তাকে কিয়ামতের দিন (এর প্রতিফল স্বরূপ) জাহান্নামের পুলের উপর আটকে রাখবেন যতক্ষণ না সে উক্ত অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি পায়’’। (আবূ দাউদ ৪৮৮৩)

- **সম্মানের সাথে সেই জায়গা থেকে চলে আসাঃ**

আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায় । বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে৷ সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না৷ "(আল কাসাস : ৫৫)

- **এই ধরনের লোক থেকে দূরে থাকা।**

ইরশাদ হচ্ছে, ‘আর তুমি আনুগত্য করো না এমন প্রত্যেক ব্যক্তির, যে অধিক কসমকারী, লাঞ্ছনা, পেছনে নিন্দাকারী ও যে চোগলখোরি করে বেড়ায়, ভালো কাজে বাধাদানকারী, সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ।’ (সুরা ক্বালাম : ১০-১৩)

গীবত করা যায় কোন কোন ক্ষেত্রেঃ

অন্যের গীবত করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ২ টি শর্ত রয়েছে।

১। নিয়ত খালেছ বা সঠিক হওয়া।

২। প্রয়োজন দেখা দেওয়া। (আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, ২৯০)।

অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গীবত বলে গণ্য হবে। বিনা প্রয়োজনে অন্যের কোন বিষয় নিয়ে সমালোচনা ও পর্যালোচনা করাও গীবতের ভিতর গণ্য হবে। অতএব আমাদের সকলের উপর অপরিহার্য কর্তব্য হবে জিহবাকে সংযত রাখা। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার প্রতি আর পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাঁর উচিত হবে এটাই- সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে"।

১। ব্যক্তির পরিচয় দিতে গিয়েঃ

মুসলিম শরীফে এসেছে,"নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর দুইজন মুয়াজ্জিন ছিল। একজন বিলাল (রাঃ) আর একজন অন্ধ সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)" (সহীহ মুসলিম হা/৩৮)। অত্র হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে কেবলমাত্র পরিচিতির জন্যেই অন্ধ বলা হয়েছে।

২। ফাতাওয়া জানার প্রয়োজনেঃ

হিন্দা (রাঃ) নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দরবারে এসে অভিযোগ করে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই আবূ সুফিয়ান(রাঃ) (স্বীয় স্বামী) একজন কৃপণ লোক, সে আমার ও আমার সন্তানদের জন্য যে পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য অর্থাৎ খরচ খরচার প্রয়োজন তা ঠিকমত আমাদেরকে দেয় না। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁকে না জানিয়ে তাঁর ধন-সম্পদ হতে কোন কিছু নিয়ে ফেলি, তাহলে কি আমার গোনাহ হবে? একথা শুনে নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, তোমার ও তোমার ছেলে মেয়েদের জন্য অতিরিক্ত যে জিনিসের প্রয়োজন হয়- ঠিক সে পরিমাণ জিনিস তুমি তোমার স্বামীর ধন-সম্পদ থেকে নিয়ে নিবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফ

৩। কেউ কারো কাছে কারো সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে কি না এ সম্পর্কে সুপরামর্শ চাওয়ার ক্ষেত্রেঃ

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, "যার নিকট পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন আমানতদার (সহীহুল জামে হা/ ৬৭০০)।

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট এসে ফাতেমা বিনতু ক্বায়েস (রাঃ) বললেন, তাঁকে মু'আবিয়া (রাঃ) ও আবূ জাহাম (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বললেন, মু'আবিয়া (রাঃ) হলো ফকীর। তাঁর কোন ধন-সম্পদ নেই। আর আবূ জাহাম (রাঃ) এর বৈশিষ্ট্য হলো, সে কাঁধ থেকে লাঠি (মাটিতে) রাখে না অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে সে অধিক মার-ধর করে। বরং তুমি উসামাকে (রাঃ) বিবাহ কর। (সহীহ মুসলিম হা/১৪৮০)।

৪। শরীয়াত বিরোধী অন্যায় কাজ সমাজ থেকে দূর করার জন্য ক্ষমতাশীল লোকদের নিকট হতে সাহায্য তলব করার প্রয়োজনেঃ
যেমন কেউ কোন মহল্লার কোন মাস্তানের উৎপাতে বিপদগ্রস্ত। এমতাবস্থায় ঐ এলাকায় মাস্তানদের সকল তৎপরতা অর্থাৎ অন্যায়-অপকর্ম বন্ধের জন্যে থানায় গিয়ে তাদের পরিচয় ব্যক্ত করা জায়েয, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।
৫। মাযলুম ব্যক্তির জন্য গীবত করা জায়েযঃ
এটা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
" কারো ব্যাপারে কোন খারাপ কথা প্রকাশ করা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যে নির্যাতিত তাঁর কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ তা'আলা সব কিছুই শুনেন ও সব কিছুই জানেন "(আন-নিসা,১৪৮)
৬। কোন মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে অন্য কোন চরিত্রহীন ও দুষ্ট লোকের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে
তাদের দোষ-গুণ মানুষের সামনে বলা জায়েয আছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
"ইসলাম ধর্ম উপদেশের উপর ভিত্তিশীল।(হাদীস বর্ণনাকারী তামীমুদ্দারী বলেন) আমরা বললাম, কাদের জন্য (এই উপদেশ)? উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামের জন্য আর তাদের সাধারণ লোকদের জন্য"(সহীহ মুসলিম হা/ ১২) ।
৭। দুপক্ষের মিমাংসা করার জন্য

শুধুমাত্র ইছলাহের উদ্দেশ্যে ও নেকীর আশায় জনকল্যাণার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমালোচনা করা যায়। যেটা আসলে গীবত নয়। বরং সত্য তুলে ধরা। যেমন (১) অত্যাচারীর অত্যাচার প্রকাশ করার জন্য (২) সমাজ থেকে অন্যায় দূর করা এবং পাপীকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য (৩) হাদীছের সনদ যাচাইয়ের জন্য (৪) মুসলিমদেরকে মন্দ থেকে সতর্ক করার জন্য (৫) পাপাচার ও বিদ'আত থেকে সাবধান করার জন্য (৬) প্রসিদ্ধ নাম বলে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য (নববী, রিয়াযুছ ছালেহীন, ২৫৬ অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৫৭৫; মুসলিম হা/২৫৮৯ 'গীবত হারাম হওয়া' অনুচ্ছেদ, নববীর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

গীবত থেকে বাঁচা ও অনুতপ্ত হওয়া—

- **আলাপ আলোচনাতে অন্য কারো সম্পর্কে আলাপ না করা।** নিজের সম্পর্কে বা কোন কল্যানমূলক কাজের আলাপ বা কুর'আন হাদীসের শিক্ষা নিয়ে আলাপ করার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকলে গীবত থেকে নিজেকে রক্ষা করা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।)
- **যত কম কথা বলা হবে ততই গীবত করা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।** তাছাড়া চুপ থাকাটা একটা ইবাদতও বটে।

হযরত আনাস রা. রাসুলুল্লাহ সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,একবার রাসুলুল্লাহ সা. বললেন, "হে আবু যর, আমি কি তোমাকে এমনদুটি গুণের কথা বলব না? যা বহন করতে অত্যন্ত হালকা, কিন্তু মিজানের পাল্লায় খুবই ভারী? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসুলুল্লাহ সা. বললেন,দীর্ঘ সময় ধরে চুপ থাকা এবং উত্তম ব্যবহার। সে মহান সত্ত্বার নামেশপথ করে বলছি, যার হাতে আমার জীবন, কোন মাখলুক এদুটির চেয়ে কোন ভাল কাজ আর করতে পারেনা। [ইতহাফুল খাইরা : ৪৬৭৭, মেশকাত]

- **'যে ব্যক্তি আমার জন্য তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের জিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।' (বুখারি)**
- **গীবতের পরিনতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা**
- **সবসময় নিজের দোষ ত্রুটির কথা চিন্তা করা** : কারণ নিজের ত্রটির কথা স্মরণ থাকলে, অন্যের চেয়ে নিজেকেই ছোট মনে হবে এবং অন্যের সমালোচনা করার কথা মাথায় আসবেনা

কোন ব্যক্তি যদি একটি গুনাহ করে, তার সে গুনাহর জন্য দ্রুত তওবা করা উচিত। **আল্লাহ তা'আলার অধিকারসমূহের বিষয়ে 'তওবা'-র তিনটি শর্ত রয়েছে:**

১.একজন লোক অবশ্যই সাথে সাথে ঐ গুনাহর কাজটি ছেড়ে দিবে।

২. সে এ কাজটি করার জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত হবে।

৩. সে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে গুনাহর কাজটি আর না করার জন্য।

মানুষের অধিকারসমূহের বিষয়ে তওবার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়াও আরেকটি শর্ত পূরণ করতে হয়। সেটা হচ্ছে:

৪. কারো উপর কোন নির্যাতন বা জুলুম হলে, তা ফিরিয়ে নেয়া বা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা তা থেকে মুক্ত হওয়া।

সুতরাং, যে ব্যক্তি গীবত করে, তার জন্য উপরোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করে তওবা করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা গীবত অন্যের অধিকারকে সম্বন্ধযুক্ত করে। তাই ঐ ব্যক্তির উচিত যার সম্পর্কে গীবত করা হয়েছে, তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা।

যে ব্যক্তির ব্যাপারে গীবত করা হয়েছে, সে যদি মৃত বা অনুপস্থিত থাকে – তবে আলেমগণ বলেন : দোষী ব্যক্তিটি সে লোকটির জন্য বেশী বেশী দোয়া করবে এবং অনেক বেশী নেক আমল করবে।

Sisters' Forum In Islam